যমুনা নদীতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে আবার ভাঙন শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর থেকে নদীতে তীব্র ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি হয়। এতে চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ভবন বিকালে সবার চোখের সামনে বিলীন হয়ে যায়। আরেকটি নদীর পাড়ে ঝুঁকে আছে। যে কোনো সময় এটিও বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় দুইশ শিক্ষার্থীর পড়াশোনা এখন অনিশ্চিত। এ ছাড়াও চারটি গ্রামে ভাঙন চলছে। ভাঙন ঠেকাতে পাউবো যথাসময়ে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

advertisement 3

জানা যায়, চৌহালীর সদিয়া চাঁদপুর ইউনিয়নের পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে আবারও ভাঙন শুরু হয়েছে। এ ছাড়া দেওয়ানতলা, সংকরহাটি, গাবেরপাড়, মাঝগ্রাম সদিয়া ও চাঁদপুর গ্রামে ভাঙন দেখা দেয়। এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি পাকা ভবন মঙ্গলবার সবার চোখের সামনে নদীর পেটে চলে যায়। আরেকটি ভবনে ঝুলে আছে। যে কোনো সময় সেটিও বিলীন হয়ে যাবে। একাডেমিক ভবন বিলীন হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।

advertisement 4

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হাকিম বলেন, ‘বিদ্যালয় ভবনটি

আমাদের চোখের সামনে বিলীন হলেও করার কিছু নেই। পাউবোসহ সংশ্লিষ্টদের বারবার বলেও স্কুলটি রক্ষা করা গেল না। যদি এখানে স্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ করে দিত তা হলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। এখন দ্রুত একটি ঘরের ব্যবস্থা না হলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।’

শিক্ষার্থী রেখা খাতুন জানায়, স্কুলঘর নদীতে চলে গেল। এখন তারা পড়াশোনা করবে কোথায়? তারা একটা ঘর চায়। আবার স্কুলে যেতে চায়।

বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সদস্য রমজান আলী শেখ জানান, চাঁদপুরসহ চারটি গ্রামের অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি নদীতে চলে গেছে। এবার স্কুল বিলীন হলো। হুমকিতে আরেকটি হাই স্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়। এতো কিছুর পরও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্তকর্তাদের দ্বায়সারা বক্তব্য। তাদের পরিদর্শন ও আশ্বাসে নদীপারের বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। আর কত বাড়িঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা নদীর পেটে গেলে স্থায়ী বাঁধের কাজ হবে। যদিও এর আগে কিছু অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। তবে সেটার যথাযথ কাজ না হওয়ায় ভাঙন চলমান রয়েছে।

সদিয়া চাঁদপুর ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ বলেন, ভাঙনরোধে শুনেছি একটি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। কাজ শুরু না হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ চারটি গ্রামের অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি বিলীন হয়েছে। এ জন্য পাউবো কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি রয়েছে। দ্রুত কাজ শুরুর দাবি জানাই।

ভাঙন তদারকির দায়িত্বে থাকা সিরাজগঞ্জ পাউবোর উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিল্টন হোসেন বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো মন্তব্য করতে পারব না।

সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলামকে একাধিকবার মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাবনার বেড়া কৈতলা নির্মাণ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী শাহীন রেজা জানান, বন্যা এবং নদীতীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কর্মসূচি (এফআরইআরএমআইপি) প্রকল্প-২ এর আওতায় ৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে চৌহালীর সদিয়া চঁদপুর ইউনিয়নের মেহেরনগর থেকে এনায়েতপুর বাঁধ পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার এলাকায় আন্ডার ওয়াটার ওয়েব প্রটেকশন কাজ করা হবে। এ জন্য জিও ব্যাগ নিক্ষেপ করা হবে। তবে বর্তমানে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তের কার্যক্রম চলছে।

2
Shares